

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ৪, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২১ বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/০৪ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ১৪(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৬ বৈশাখ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৯ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ১৪ নং অধ্যাদেশ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর সংশোধন করা প্রয়োজন ও সমীচীন; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এতদ্বারা নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনে নূতন ধারা ১৭৯ক এর সন্নিবেশ।—(১) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৭৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৭৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“১৭৯ক। প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের অভ্যন্তর, ইত্যাদিতে ট্রেড ইউনিয়নের অফিস স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা।—(১) কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের অভ্যন্তরে বা দুই শত মিটারের মধ্যে কোন ট্রেড ইউনিয়নের অফিস স্থাপন করা যাইবে না।

(২) বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০০৮ কার্যকর হইবার তারিখে যদি কোন ট্রেড ইউনিয়নের অফিস কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের অভ্যন্তরে বা দুই শত মিটারের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের অফিস উক্ত তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের দুই শত মিটার বহির্ভূত কোন স্থানে স্থানান্তর করিতে হইবে।”।

৩। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনে নূতন ধারা ১৮৫ক এর সন্নিবেশ।—(১) উক্ত আইনের ধারা ১৮৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৮৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“১৮৫ক। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণ, ইত্যাদি।—(১) এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিযুক্ত কর্মচারীগণ তাহাদের নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন।

(২) চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে নিযুক্ত কর্মচারীগণ তাহাদের স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষে কেবল একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারকারী, ফেসিলিটেটর, বার্থ-অপারেটর, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর ও বন্দর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ সমষ্টিগতভাবে কেবল একটি ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন।

(৪) কোন শ্রমিক বা কর্মচারী উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হইতে পারিবেন না, যদি না—

(ক) তিনি বন্দর ব্যবহারকারী, ফেসিলিটেটর, বার্থ-অপারেটর, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর ও বন্দর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ১ (এক) বৎসর অধিককাল অবিরামভাবে নিযুক্ত থাকেন; এবং

(খ) তাহার স্থায়ী শ্রমিক বা কর্মচারী হিসেবে নিযুক্তির কোন নিয়োগ পত্র থাকে।

(৫) বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ কার্যকর হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে এই ধারার বিধান অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে হইবে।

(৬) এই ধারার অধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে নিযুক্ত কর্মচারীগণ এবং বন্দর কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য গঠিত বিদ্যমান সকল ট্রেড ইউনিয়ন বিলুপ্ত হইবে।

(৭) সরকার, জনস্বার্থে,—

- (ক) এই ধারার অধীন গঠিত ট্রুড ইউনিয়নের কার্যক্রম এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যে কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ; এবং
- (খ) ধারা ১৯০ এর অধীন যে কোন বা উভয় ট্রুড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রি বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ,
- করিতে পারিবে।”।

৪। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ২৪৩ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২৪৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৪৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

- “২৪৩। কল্যাণ তহবিলের ব্যবহার।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কল্যাণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ, ট্রাস্টি বোর্ড যেভাবে স্থির করিবে, সেভাবে এবং সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবে এবং বোর্ড তৎসম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবে।
- (২) উক্ত জমাকৃত অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।”।

৫। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ষোড়শ অধ্যায়ের বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ষোড়শ অধ্যায় বিলুপ্ত হইবে।

৬। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনে নূতন অধ্যায়ের সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের বিলুপ্ত ষোড়শ অধ্যায়ের পর নিম্নরূপ ষোড়শ-ক অধ্যায় সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

“ষোড়শ-ক অধ্যায়

বিলুপ্ত ডক-শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ড সংক্রান্ত বিধান

২৬৩ক। ডক-শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ডের বিলুপ্তি, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ বিধান।—(১) ষোড়শ অধ্যায়ের বিলুপ্ত ধারা ২৫৪ এর অধীন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে গঠিত ডক-শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ড, অতঃপর উক্ত বোর্ডদ্বয় বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত বোর্ডদ্বয়ের রেজিস্ট্রিকৃত ডক-শ্রমিকগণের রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উক্ত বোর্ডদ্বয়ের বিলুপ্তি সত্ত্বেও,—

- (ক) উহাদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যথাক্রমে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে আত্মীকৃত হইবেন এবং তাহারা উহাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন, এবং উক্ত আত্মীকরণের পূর্বে তাহারা যে শর্তে বিলুপ্ত উক্ত বোর্ডদ্বয়ের চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সে একই শর্তে তাহারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন;
- (খ) দফা (ক) এর অধীন উহাদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আত্মীকরণের ক্ষেত্রে, Surplus Public Servants Absorption Ordinance, 1985 (Ord. No. XXIV of 1985) এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

- (গ) উহাদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুয়িটি, কল্যাণ তহবিল, লিকুইড ফান্ড দায়মুক্তভাবে, যথাক্রমে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে হস্তান্তরিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহাদের রক্ষণ ও পরিচালনা করিবে;
- (ঘ) উহাদের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ, সকল হিসাবের বই, রেজিস্টার, নথি ও অন্যান্য দলিল-পত্র, যথাক্রমে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহাদের অধিকারী হইবে;
- (ঙ) বিলুপ্তির অব্যবহিত পূর্বে উহাদের সকল ঋণ বা দায় ও দায়িত্ব এবং উহাদের দ্বারা বা উহাদের সহিত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে উহা, যথাক্রমে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহাদের দ্বারা বা উহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;
- (চ) বিলুপ্তির অব্যবহিত পূর্বে উহাদের দ্বারা বা উহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা বা আইনগত কার্যধারা, যথাক্রমে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা তাহাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী উহাদের গুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রয়োগে অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।”।

৭। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০৬ এর “ছয় বৎসর পর্যন্ত” শব্দগুলির পরিবর্তে “তিন মাস পর্যন্ত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০৭ এর “তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে, অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

তারিখ : ১৬ বৈশাখ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
২৯ এপ্রিল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।